গোলাম নবী জুয়েল

পিসি বাজারে এইচপি'র উত্থান

"আমাদের লক্ষ্য পিসি বাজারের বর্তমান চেহারাটা বদলে দেয়া। এটি পিসি'র মোট বিক্রি সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়ে করার কথা ভাবছি না আমরা। ঘটনাটি ঘটানো হবে পিসি বাজারের বর্তমান নিয়ন্ত্রকদের অবস্থান বদলিয়ে দিয়ে।" –স্মিত হেসে আস্থার সাথে কথাগুলো বলেছেন কমপিউটার নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি)-এর রিচার্ড ওয়াটস বিখ্যাত ফরচুন পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে। তিনি হিউলেট প্যাকার্ডের পিসি ব্যবসা শাখার প্রধান।

তার কথা হেসে উড়িয়ে দিতে পারছে না কেউ। বরং রিচার্ডের বক্তব্যকে সবাই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে। বলাবলি হচ্ছে এইচপি কচ্ছপ খরগোশ দৌড়ে সত্যিকার অর্থে কচ্ছপের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এতদিন যারা পিসির বাজারে 'খরগোশের ভূমিকায় ছিলো তারা বাধ্য হচ্ছে ঘুম থেকে জেগে উঠতে। কিন্তু গল্পের সেই খরগোশ কচ্ছপ দৌড়ের মতই এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেশ খানিকটা দেরী করে ফেলেছেন বলেই মনে হয়। ইন্টারন্যাশনাল ডাটা করপোরেশনের পরিসংখ্যাণ থেকে দেখা যায় তিন বছর আগেও পিসি প্রস্তুতকারক হিসেবে বিশ্বে হিউলেট প্যাকার্ডের অবস্থান ছিল ১৭তম। কিন্তু মাত্র তিন বছরে বেশ খানিকটা পথ পাড়ি দিয়ে হিউলেট প্যাকার্ড নবম অবস্থানে উঠে এসেছে। করপোরেশনের মতে "আগামী ১৯৯৭ সাল নাগাদ পিসির বাজারে হিউলেট প্যাকার্ড প্রথম তিনটির একটি হবে। এদিকে বিখ্যাত বাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিএস ফার্স্ট বোস্টনের মতামতও একই রকম। সংস্থার বিখ্যাত বিশ্লেষক বিল শুরলের মতে, 'এইচপি তেমনই একটি প্রতিষ্ঠান যার সত্যিকারের ক্ষমতা রয়েছে পিসি বাজারের নেতৃত্বে হেরফের ঘটানোর।'

এ সকল কথার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় বিশ্ববাজারে পিসি শীপমেন্টের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে। ফরচুন পত্রিকায় প্রকাশিত চার্ট থেকে জানা যায় ১৯৯৩-৯৪ সালে বিশ্বব্যাপী পিসি শীপমেন্টে যেখানে ইন্ডাষ্ট্রি এভারেজ মাত্র ২৩ শতাংশ সেখানে এইচপির হয়েছে ৮৪ শতাংশ। একই সময়ে এসার-এর ৭২ শতাংশ, তোশিবার ৫৯ শতাংশ, কম্প্যাকের ৩৪ শতাংশ অন্যদিকে এএসটি, এনইসি, ডেল, এপলের যথাক্রমে ২২, ১৭ ও ৭ শতাংশ। খুবই শোচনীয় অবস্থা আইবিএম এর। এদের অবস্থান ঋণাত্মক এবং তাও আবার ৫ শতাংশ। পরিসংখ্যানটি এইচপির উত্থানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এইচপি'র পিসি ব্যবসার ক্রমবৃদ্ধির প্রাথমিক ভিত্তিটি রচিত হয়েছিল করপোরেট ডেস্কটপ মার্কেটে। কিন্তু এটি এখন সম্প্রসারিত হয়েছে পিসি শিল্পের দ্রুত বর্ধনশীল দুটো সেক্টরে। এগুলো হলো হোম পিসি এবং নোটবুক। পিসি ভোক্তা বাজারে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে গত এপ্রিল মাসের এইচপি ঘোষণা করে এখন থেকে 'সার্কিট সিটি'তে তারা মেশিন বিক্রি করবে। 'সার্কিট সিটি' হলো যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রনিক পণ্যের বৃহত্তম খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠান। শুধু তাই নয় কোম্পানী তাদের পণ্যের দামও কমিয়েছে। এইচপির নতুন পণ্যের দামের নিম্নতম বিন্দুটি হলো ১৭০০ ডলার যা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের পণ্যের তুলনায় অনেক কম। এই গ্রীষ্মে কোম্পানী তাদের সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে 'সার্কিট সিটি'র পাশাপাশি অন্যান্য খুচরা বিক্রয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিকট তাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

আর কোম্পানীর পরিকল্পনা রয়েছে আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ ল্যাপটপের বাজারে প্রতিনিধিত্বকারী তোশিবা এবং কম্প্যাকের সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়া।

এইচপি'র এতটা আস্থার উৎস কোথায়? কি করে কোম্পানী ভাবছে দ্রুত তাদের পণ্য সর্বত্র পৌছে যাবে।' একথা সত্যি প্রিন্টারের বাজারে এদের রয়েছে মজবুত অবস্থান। ঐ সেক্টরটিতে এদের দক্ষতার কথাটি সবার জানা। এক পরিসংখ্যান মতে বিশ্বের মোট লেসার ও ইঙ্কজেট প্রিন্টার বাজার ৫০ শতাংশেরও বেশি এইচপির দখলে রয়েছে। সে সূত্রে কমপিউটার ডিলারদের সাথে এইচপির যোগসূত্র কম নিবিড় নয়।

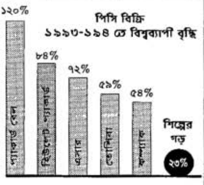

আর যদি ব্রান্ড নেইম, গুডউইল এবং মানের কথা বলি তবে বলতে হয় এসকল ক্ষেত্রে এইচপির রয়েছে বিস্তৃত সুনাম। ক্রেতা বা ভোক্তারা এইচ-পির প্রিন্টার এবং ক্যালকুলেটরের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড ওয়াটস বলেন, আমার গবেষণা থেকে আমি নিশ্চিত, পিসি সম্পর্কে ধারণা আছে এমন ভোক্তারা এইচপিকে বেশী পছন্দ করেন। তবে কোন কোন ভোক্তা বাজারে জনপ্রিয় পিসি প্রস্তুতকারক প্যাকার্ড বেলের সাথে হিউলেট প্যাকার্ডকে মিলিয়ে ফেলে। আদতে এ দুটি আলাদা আলাদা প্রাতিষ্ঠান।

করপোরেট বাজারেও এইচপিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে গার্টনার গ্রুপের বিখ্যাত পিসি বিশ্লেষক চেরিস গুউইহিউ বলেন, 'বড় বড় কোম্পানীগুলো সাধারণতঃ এমন ডিলারদের নিকট হতে কমপিউটার কিনতে পছন্দ করে যাদের রয়েছে বিক্রয় পরবর্তী উত্তম সেবা ব্যবস্থা, কারিগরী দক্ষতা এবং সুনাম। সবচেয়ে ভাল হয় যদি বিভিন্ন দেশে শাখা থাকে বা চেইন ব্যবসা থাকে।'

করপোরেট ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন ক্লায়েন্ট সার্ভার কমপিউটিং, নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার, ডাটা ষ্টোরেজ, ওয়ার্কষ্টেশন এবং বিশেষ করে পিসি সার্ভার ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এইচপি নিজেকে দক্ষ করে তোলার যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ইতিমধ্যে এই জাতীয় পণ্য ও সেবা বাজারের ১৫ শতাংশ শেয়ার দখলের মাধ্যমে এইচপি নিজের অবস্থান এই সেক্টরে কম্প্যাক, আইবিএম এর পরে তিন নম্বরে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছে। কোম্পানীর নির্বাহী লিউ প্লাট বলেন, 'অদূর ভবিষ্যতে যে কোন ধরনের নেটওয়ার্কে যুক্ত আছে এমন পিসির সংখ্যা অগনিতভাবে বাড়বে। ঐ সময়ে পিসির বাজারে শক্ত অবস্থান না থাকলে কারো পক্ষে ক্লায়েন্ট সার্ভার কমপিউটিংয়ে নেতৃত্ব পাওয়ার দুরুহ হবে।'

তবে সবকিছুর পরেও একটি কথা এইচপিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখতে হবে তা হলো 'মূল্য'। সম্প্রতি এইচপি তাদের মূল্য কমিয়েছে বলেই ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে তবে এইচপি যদি মূল্য হ্রাসের এই ধারা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয় তবে এর অব্যাহত জনপ্রিয়তা পুনরায় ধসে পড়তে পারে বা থমকে যেতে পারে।

তবে, মূল্য যাতে আর বাড়াতে না হয় সেজন্য কোম্পানী তিন বছর আগে থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কর্মচারী সংখ্যা কমানো, সাপ্লায়ারদের সাথে আরো বেশি ব্যবসায়িক সুলভ সম্পর্ক স্থাপন সহ একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি কমপোনেন্ট কোথা থেকে সস্তায় পাওয়া যাবে (অব্যই মান বজায় রেখে) সে বিষয়েও কোম্পানীর রয়েছে সদা দৃষ্টি। এতকিছুর ফলেই এইচপির পক্ষে সম্ভব হয়েছে গত ছয় মাসে ৩ বার দাম কমানো। এখন তো মূল্য হ্রাসের লড়াইতে এইচপি শীর্ষে।

কম্প্যাকও বসে নেই। এপ্রিলের শুরু থেকে কম্প্যাক নতুন পেন্টিয়াম ভিত্তিক হোম পিসির দাম পর্যন্ত কমিয়েছে। কোম্পানী দামকে নাগালের মধ্যে রাখতে জনপ্রিয় চিপ প্রস্তুতকারক নেক্সজেন হতে পেন্টিয়াম কমপিট্যাবল চিপস পর্যন্ত কিনছে। কিন্তু কম্প্যাকের কোন পদক্ষেপই রিচার্ড ওয়াটসকে বিচলিত করছে না। এইচ পি এবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পিসি বাজারের শীর্ষ স্থানটি তাদের চাই-ই চাই। ❖

ঘোষণা

'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর এপ্রিল '৯৫ সংখ্যার প্রচ্ছদে মুদ্রিত 'বিভিন্ন মনিটর এবং কার্ডের উপর প্রোগ্রাম' এবং 'Protection and Networking in dBase III+' এই দুটো লেখা ভুলবশতঃ প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য আমরা দুঃখিত। লেখা দুটো ছাপানো হলো।

স. ক. জা.